দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 12 MAY 2005 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১ ...

এইচএসসি আলিম ফাজিল কামিল পরীক্ষা

আজ শুরু হচ্ছে সারাদেশে এইচএসসি, আলিম, ফাযিল, কামিল এবং এইচএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা। সাতটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড- দেশের ৯টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সর্বমোট ৫ লাখ ২৬৮ হাজার ২৬৬ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে এই কয়টি পরীক্ষায়। সাতটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪ লাখ ২২ হাজার ৪৭৪ জন। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৯৪ হাজার ৫৪২ জন অর্থাৎ এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৭২ হাজারেরও বেশী। উল্লেখ্য, গত বছরও তার আগের বছরের চেয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল ৩০ হাজার। এতে দেখা যায়, এক বছরের ব্যবধানে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে দ্বিগুণেরও বেশী। উল্লেখ্য, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৫৭ হাজার ৫২৬ জন আর এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬ হাজার ৪০৮ জন। যাহোক, নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়ার পর থেকে পরীক্ষার্থী হ্রাসের এই প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে উঠছে। এটা ভাল কি মন্দ- সে বিবেচনার আগে বলতে হয়, পাবলিক পরীক্ষাকে নকলমুক্ত করার উদ্যোগ-আয়োজন কার্যকর হয়ে ওঠছে। বছরের পর বছর এদেশে পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে দেদারসে নকল হয়েছে। পরীক্ষায় মেধা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এ পরিস্থিতি ছিল এক মারাত্মক প্রতিবন্ধকস্বরূপ। যখন একশ্রেণীর পরীক্ষার্থী নকলের মত অসদুপায় অবলম্বন করে তখন মেধাবী ছাত্র আর কম মেধাবী ছাত্রের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করার উপায় যে পরীক্ষা- তার কার্যকারিতাই নষ্ট হয়ে যায়।

প্রকাশিত খবরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। গত দুই বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও নকলমুক্ত পরিবেশে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে সরকারের প্রস্তুতি ব্যাপক। নকলের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় সভা-সেমিনার করা হয়েছে। নকলের বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষা আইন ১৯৮০ অনুসরণের জন্য শিক্ষকদের নির্দেশ দিতে গিয়ে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেছেন যে, প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রের মেইন গেটে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে পরীক্ষার্থীদের দেহতল্লাশি করতে হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতরে কোন পরীক্ষার্থীর কাছে কলম, পেন্সিল, রাবার, প্রবেশপত্র, জ্যামিতি বক্স ও সুনির্দিষ্ট মানের ক্যালকুলেটর ব্যতিরেকে কোন কিছু পাওয়া গেলে সাথে সাথে বহিষ্কার এবং পরীক্ষা চলাকালে প্রশ্নপত্রের সাথে মিলুক আর না মিলুক নকলের মত কিছু পাওয়ার সাথে সাথে পরীক্ষার্থীকে জেল-হাজতে পাঠাতে হবে। প্রশাসনের প্রতি বলা হয়েছে যে, নকলের সাথে শিক্ষকদের কোন সম্পৃক্ততা থাকলে সাথে সাথে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। নকলে সহায়তাকারী শিক্ষক চিরতরে চাকরি হারাবেন এবং যেসব কেন্দ্রে নকল হবে সেসব প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল হবে। স্থানীয়ভাবে যাতে উত্তরপত্র লেখার ক্ষেত্রে কোন দুর্নীতির সুযোগ না থাকে সেজন্য পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিদিন ব্যবহৃত উত্তরপত্র ও অব্যবহৃত খাতা সংশ্লিষ্ট বোর্ডে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে অবহেলা হলে ঐ কেন্দ্র বাতিল করা হবে। সাতটি বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্রেও ক্লোজসার্কিট ক্যামেরা বসানো হয়েছে।

পাবলিক পরীক্ষায় নকল তথা অসদুপায় অবলম্বন দেশে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, তাতে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কেননা সেই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে অচিরেই দেশে মেধাবী বা মানসম্মত শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পেত। বলার অপেক্ষা রাখে না, একুশ শতকের বিশ্বে টিকে থাকার জন্য মেধা ও মননের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া সহজ কোন উপায় নেই। উচ্চমানের শিক্ষিত মেধাবী ব্যাপকসংখ্যক নাগরিকের কর্ম-উদোগ ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন-অগ্রগতি সম্ভব নয়- এই বাস্তবতার নিরিখেই দেশে মেধার বিকাশ ও শিক্ষার মান্নোয়নের প্রতি সর্বোচ্চ নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে নকলমুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতি হলো প্রথম কাজ। এতে প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আগেকার তুলনায় কিছু অংশে হ্রাস পেলেও তা শিক্ষাক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলায় সহায়ক হবে। তবে, এর পাশাপাশি শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে এবং অনুকূল পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে শুধুমাত্র পরীক্ষায় নকল বন্ধ করে আজকের যুগের উপযোগী উন্নতমানের শিক্ষা ও উচ্চ মেধার কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। পরিশেষে আমরা আশা করবো, পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলে সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার স্বাক্ষর রাখবেন এবং এবারের পরীক্ষাও গত পরীক্ষাগুলোর মত নকলমুক্ত, সুষ্ঠু পরিবেশে সম্পন্ন হবে।